গাংনীতে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে যৌথবাহিনীর হাতে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক হয়েছে।

আটককৃত গোলাম মোস্তফা ডাকু গাংনী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের (ভিটাপাড়া এলাকার) মৃত আজিজুল হকের ছেলে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

গতকাল রবিবার ভোর সাড়ে চারটার সময় র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানির একটি অভিযানিক দল গাংনী সেনাবাহিনীর সহায়তায় তার নিজ বাড়িতে যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

গতকাল রবিবার সকাল ৯টার সময় র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানি কমান্ডারের কার্যালয়, ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-৩ থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-৩ এর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদুজ্জামান জানান, আসামির বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও মাদক মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শহীদ জিয়াউর রহমান গণতন্ত্র উদ্ধার করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন

আমরা চেয়েছিলাম এদেশ থেকে ফ্যাসিবাদ বিতাড়িত হোক, আমাদের দেশের মানুষ গণতন্ত্র ফিরে পাক। অন্তত আমাদের ভোটের অধিকারটা নিশ্চিত হোক। আমরা কোনো সন্ত্রাসবাদী দল নই। আমরা রাতের আঁধারে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা রাতের আঁধারে ভোট চুরিতে বিশ্বাস করি না।

আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজে মাঠে জেলা বিএনপি’র সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাকশাল থেকে গণতন্ত্রকে উদ্ধার করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করেছেনন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যদি কেউ করে থাকে, সংস্কার যদি কেউ করে থাকে সেই দাবি শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী দল করতে পারে। আর কারো অধিকার নেই।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান বক্তার বক্তব্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, আমাদের নেতা তারেক রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনে শুধু সকল রাজনৈতিক দল নয়, এই সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ ওই ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গণঅভ্যুত্থান রচনা করেছিল। আজকে কি এমন ঘটল যে, গণঅভ্যুত্থানের এক বছরের মধ্যেই আমরা কৃতিত্ব দাবি করতে বা আগামী নির্বাচনে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্থানটি নিশ্চিত করতে গিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের শক্তির মধ্যে বিভেদ রেখা টানতে চলেছি? ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির মধ্যে যদি বিভেদ রেখা টানা যায়, যদি বিভেদ দেখা দেয়, লাভটি কার হয় সেটা নিশ্চয়ই সবাইকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লাভ হয় ওই শেখ হাসিনা, শেখ হাসিনার দোসর এবং যারা ফ্যাসিবাদের রচয়িতা তাদের।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও

বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য আমান উল্লাহ আমান।

উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, ১৬ বছর বাংলাদেশ ছিল গণতন্ত্রহীন, মানবাধিকারহীন। বাংলাদেশে কোনো গণতন্ত্র ছিল না, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল। দেশের ক্রান্তিকাল যখনই আসে, তখনই জিয়া পরিবারের আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ মুক্তি পায়। জিয়াউর রহমানের একাত্তরের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বেগম জিয়ার নেতৃত্বে স্বৈরাচার এরশাদের পতন হয়েছিল। সর্বশেষ তারেক রহমানের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ২৪ শে আমরা পেয়েছি নতুন বাংলাদেশ।

জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় সম্মেলনে বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, ফয়েজ মোহাম্মদ, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক উদ্দিন আহমেদ, মাগুরা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক
আলী আহমেদ, যশোর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোঃ ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর ফারুক হোসেন, মোঃ আনছারুল হক, জেলা বিএনপির সদস্য সাবেক পিপি আবু সালেহ নাসিম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টুসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন শেষে বিনাপ্রতিদ্বন্দীতায় নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নতুন সভাপতি মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক কামরুল

১৭ বছর পর মেহেরপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন উপলক্ষে নির্বাচনের মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বদন্দীতায় জাভেদ মাসুদ মিল্টন সভাপতি ও অ্যাড. কামরুল হাসান সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, আখেরুজ্জামান সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচত হয়েছে। আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজে মাঠে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে বিনাপ্রতিদ্বন্দীতায় নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য আমানুল্লাহ আমান।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। সম্মেলন উদ্বোধন করেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য আমান উল্লাহ আমান। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

মেহেরপুরে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৬, জেলা সম্মেলন আজ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে স্থানীয় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন। বিএনপির কমিটি গঠন ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের বিরোধকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। এর মধ্যেই আজ শনিবার জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সংঘর্ষে জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটন পক্ষের মোস্তাফিজুর রহমান (৪৯) ও আমিনুল ইসলাম (৬৫) গুরুতর আহত হন। দু’জনেরই মাথায় জখম হওয়ায় চিকিৎসকরা সেলাই দিয়েছেন। আহত মোস্তাফিজুর রহমান আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির ৬নং ওয়ার্ড সভাপতি। অপরদিকে সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পক্ষের রনি (২০), দেলোয়ার (৩৬), নাফিজ (১৯) ও শাওন (২৬) আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার রাতে আমঝুপি কালিতলায় সাইফুল ইসলাম ও উমর ফারুক লিটন পক্ষের কয়েকজন মুখোমুখি হলে প্রথমে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

পরবর্তীতে উত্তেজিত সাইফুলপক্ষের কয়েকজন আমঝুপি বাজারে লিটনের অফিসে হামলা চালায়। এসময় লিটনপক্ষের আমিনুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমানকে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয়।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, “যারা এ ঘটনায় জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এদিকে আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সম্মেলন ঘিরে জেলা বিএনপি প্রস্তুতি শেষ করেছে। তবে সম্মেলনের আগের দিন এমন সংঘর্ষের ঘটনায়

নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন আজ

১৭ বছর পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র মেহেরপুর জেলা শাখার সম্মেলন আজ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলন শেষে ভোটের মাধ্যমে জেলা কমিটি গঠণ করার কথা থাকলেও সবকটি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় নির্বাচিত হয়ে গেছেন। ফলে শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বাকি রয়েছে।

সভাপতি পদে জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আখেরুজ্জামান, ওমর ফারুক লিটন ও রোমানা আহমেদ বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

দলীয় সূত্র জানায়, সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। উদ্বোধন করবেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি’র সহ-সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য আমান উল্লাহ আমান।
প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখবেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। বিশেষ বক্তা থাকবেন সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু।

এছাড়া অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন এবং জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। আয়োজকরা জানিয়েছেন, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপি এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এতে যোগ দেবেন।

ঝিনাইদহে বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুত্রুবার সকালে শহরের ঝিনাইদহ কলেজ প্রাঙ্গনে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস।

সেসময় চেম্বার অব কর্মাসের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, পৌর বিএনপি’র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান রিপন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিক, পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদুল ইসলাম মিলন, ড্যাব নেতা ডাঃ হাসানুজ্জামানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের আয়োজনে দিনব্যাপী শহরের বিভিন্ন এলাকার ৩ শতাধিক রোগীকে বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন, ঝিনাইদহ ও মাগুরার হাসপাতালের ডাঃ আসিফ হোসেন, ডাঃ তারিন শুভ, ডাঃ প্রান্ত, ডাঃ জোহান হোসেনসহ ৪ জন চিকিৎসক।

বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ পেয়ে সস্তুষ্টি প্রকাশ করেন হতদরিদ্র মানুষেরা।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিভাজন

বিএনপিতে, একক প্রার্থী জামায়াতে

ছয়টি উপজেলা ও ৬ টি পৌরসভা নিয়ে ঝিনাইদহ জেলায় চারটি সংসদীয় আসন গঠিত। এর আসন গুলো হলো- ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা), ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু), ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) ও ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ- সদর আংশিক)।

জেলা নির্বাচন অফিসের প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ৬৭৮জন। ভোট কক্ষ-৩হাজার ৫২৪টি ও ভোট কেন্দ্র-৫৯৮টি। আজ তুলে ধরবো ঝিনাইদহ-৪।
ঝিনাইদহ -৪ (সদরের আংশিক ও কালীগঞ্জ)
কালীগঞ্জ উপজেলার ১১টি এবং ঝিনাইদহ সদরের ফুরসন্ধি, নলডাঙ্গা, ঘোড়শাল ও মহারাজপুর ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-৪। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৪৪ হাজার ০৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭২ জন ও নারী ভোটার ১ লাখ ৭০ হাজার ৩২৯ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৬ জন। ভোট কেন্দ্র ১২১টি।
জেলার চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আসন কালীগঞ্জ। এই আসনে বিএনপির একাধিক প্রার্থী দলীয় মনোনয়নের জন্য যোগায়োগ ও তদবীর শুরু করেছেন। দলীয় কর্মসূচির পালনেও বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা ভোটের মাঠের হিসেবনিকেশ কষছেন। নিজ নিজ প্রভাব ও অবস্থান জানান দিতে চলছে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের শোডাউন। এমনকি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সমর্থকরা একাধিকবার সংঘর্ষেও জড়িয়েছেন।

এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। এ আসনে বিএনপির তৃণমূলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। পেয়েছেন তুমুল জনপ্রিয়তা। তবে এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম। তিনিও ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন জোরেসোরে। স্থানীয় একটি গ্রুপের মাঝে তার রয়েছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা, বিগত সরকারের আমলে তিনি অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এই আসনে অপর সম্ভাব্য প্রর্থী ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য সচিব

যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের ভোট দিতে চান। তারা বলছেন, পেশিশক্তি প্রদর্শনকারী, ভয়ভীতি দেখানো, টেন্ডারবাজ, দুর্নীতিবাজ ও অসৎ প্রভাবশালী প্রার্থীদের তারা ভোটের মাধ্যমেই জবাব দিবেন। বিগত সময়ে এই আসনটি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয়ে আসছে। এবার যেহেতু আওয়ামী লীগ মাঠে নাই সেকারণে বিএনপি জনসর্মথনে একটু এগিয়ে থাকলেও দলীয় কোন্দলে নিজেরা বিপর্যস্ত। এই অবস্থা চলতে থাকলে নির্বাচনে জামায়াত বা বিকল্প কোন প্রার্থীর ভাল করার সম্ভাবনা থাকবে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে বিএনপির কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল ৫টার দিকে কাঁঠালতলায় ইউনিয়ন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. আবু হাসানের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল ওয়াহেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী।

হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামানের সঞ্চালনায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সোহেল রানা, সদস্য হুমায়ূন কবির ডাবলু, মমিনুল

ইসলাম, সুমন, হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তরিকুল ইসলাম, ইউনিয়ন যুবদল নেতা হাসান আলী, আরিফুল ইসলাম, নাজমুল, নুর সালাম, লাবিব সিদ্দিকী, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসেন বাবু, সাধারণ সম্পাদক তামিম হোসেনসহ স্থানীয় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকবৃন্দ।

কর্মী সভায় বক্তারা বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করা এখন সময়ের দাবি। দেশের এই ক্রান্তিকালে গণতন্ত্র রক্ষা ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি কর্মীকে সচেতন হতে হবে এবং মাঠে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। দলীয় ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে দলের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সামনে দিনগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের বিস্তার ঘটিয়ে প্রতিটি ইউনিটকে আরো সুসংগঠিত করতে হবে। ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে প্রতিটি নেতা-কর্মীকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং জনগণের কাছে দলের ভাবমূর্তি ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে হবে। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে পারব ইনশাআল্লাহ।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুর রাজ্জাক।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সভাপতিকে সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানিয়েছে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি। গতকাল শনিবার বিকেল পাঁচটায় শ্যামপুর ক্লাব বাজার প্রাঙ্গণে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি ফজলুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জাসাসের

সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহ, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতা সোহরাব হোসেন, বিএনপি নেতা হাজী আবুল হাসেম, বিএনপি নেতা পাঞ্জাব হোসেন ও বিএনপি নেতা আমিজুর রহমান।

জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি, বিএনপি নেতা শামসুর রহমান সুইট, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য ফুর্তি হাসান সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

বক্তারা নবনির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে অভিনন্দন জানিয়ে বিএনপিকে আরও শক্তিশালী ও তৃণমূলমুখী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি সভা

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও আসন্ন মেহেরপুর জেলা দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি এবং জেলার ৫টি ইউনিটসহ তৃণমূল স্তরের কর্মকাণ্ডের সার্বিক মূল্যায়ন উপলক্ষে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে মুজিবনগর পর্যটক মোটেল কমপ্লেক্সে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। সভা পরিচালনা করেন জেলা বিএনপি সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আনছার উল হক, খাইরুল বাশার, জাকির হোসেন, মীর ফারুক, আবু সালেহ নাসিম, রোমানা আহম্মেদ, রেজাউল হক প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, হামিদ খান গাজু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলম, আবু ইউসুফ মিরন, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক শাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় আগামী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।